রূপশ্রী চিত্রমের প্রণামাঞ্জলি

'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'

সিনয়না মা

হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিবেদিত

রূপঋষি চিত্রমের প্রণামাঞ্জলি

চিন্ময়ী মা

পরিচালনা :
পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী।

সংগীত :
অনিল বাগচী।

রচনা, চিত্রনাট্য-সংলাপ ও স্তোত্রপাঠ : **বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।**

গীতরচনা : **শ্যামল গুপ্ত ॥** সম্পাদনা : **অমিয় মুখার্জী ॥** আলোক-চিত্র শিল্পী : **রামানন্দ সেনগুপ্ত ॥** চিত্রগ্রহণ : **সুখেন্দু দাশগুপ্ত (পিন্টু) ॥** শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত ॥ বহির্দৃশ্যগ্রহণ : অবনী চ্যাটার্জী। শিল্প-নির্দেশনা : সুবোধ দাস ॥ পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত ॥ সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনঃর্যোজনা ॥ শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল, ললিতঠাকুর (বম্বে), দুর্গা চ্যাটার্জী ॥ ব্যবস্থাপনা : সুনীল সেনগুপ্ত ॥ স্থির-চিত্রগ্রহণ : এড্‌না লরেঞ্জ ॥ পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ প্রচার-সচিব : নিতাই দত্ত ॥ নৃত্যপরিচালনা : **নৃত্যরাজ হীরালাল ॥** সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ আলোক-সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, রামদাস কাহার, কাশী কাহার, সুনীল শর্মা, হংসরাজ, পূজা হোড় ॥ কেশ বিন্যাস : মহঃ ফরহাদ, মেহেবুব ॥ প্রচার অংকন : এস, স্কোয়ার, রতন বরাট, জহরলাল কুণ্ডু, পালিত ভবানীপুর লাইট হাউস ॥ সুধীর সিংহ ॥ এস, আর, সেন রসায়নাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, রবীন ব্যানার্জী ॥ প্রচার-উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন ॥**

নেপথ্য কণ্ঠে : **মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, মানবেন্দ্র মুখার্জী, অলোক বাগচী।**

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্রকুমার মিশ্র। সঙ্গীত পরিচালনায় : শৈলেশ রায় ॥ সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায় ॥ শব্দগ্রহণে : বাবাজি, হরেকৃষ্ণ ॥ শিল্প-নির্দেশনায় : অনিল পাইন ॥ ব্যবস্থাপনায় : বেণু দাশগুপ্ত, নিমাই ॥

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

শিউশঙ্কর প্রসাদ, এইচ, এ, নান্‌জী ॥ দয়াভাই প্যাটেল (বম্বে) ॥ কুমার পিকচাস প্যালেস (বিহার শরিফ) ॥ কৌশলকুমার ॥

ট্রিক ফটোগ্রাফী : গোবর্দ্ধন ভাই-এর তত্বাবধানে বসন্ত ষ্টুডিওতে (বম্বে) গৃহীত এবং টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও, নিউ থিয়েটার্স (২নং) ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ॥

॥ রূপায়ণে ॥

কমল মিত্র, গুরুদাস, অসিতবরণ, অজিত ব্যানার্জী, কালীপদ চক্রবর্তী, আনন্দ মুখার্জী, দ্বিজু ভাওয়াল, মণিশ্রীমাণী, বীরেন চ্যাটার্জী, অমরেশ দাশ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, রাজকুমার (বম্বে), অলোক বাগচী, গোপেন মুখার্জী, শিবশঙ্কর, তপন চৌধুরী, কল্যাণ রায়, সুরেশ বিশ্বাস, শৈলজা রায়, সুবল দাস, অরবিন্দ পাণ্ডে (বম্বে), সত্য দে, প্রদীপ দত্ত, মিহির পাল, মাণিক রায়, শচীন মল্লিক, সত্যেন ঘোষ, এবং শিবপ্রিয় ঘোষ, শমিতা বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, মধুমিতা, গীতা প্রধান, মালবিকা, ঝর্ণা, মালা দাস, সন্ধ্যা সাহা, সীমা এবং নবাগতা রূপা ॥ নৃত্যে-দেবপ্রিয়া (মাদ্রাজ)

বিশ্ব-পরিবেশনা :—এ্যালায়েড ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স।
২, জওহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা-১৩।

দেবী মাহাত্ম্য !

নমশ্চণ্ডীকারৈঃ নম : ॥

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে"।

পরম ধার্মিক দানবীর ও দয়ালু রাজা সুরথ। প্রজাবৃন্দের অর্থে তাদেরই মঙ্গলসাধন ছিল রাজা সুরথের ব্রত। কিন্তু তাঁর স্ত্রী-পুত্র-অমাত্যবৃন্দ এই দান-ধ্যানকে সুনজরে দেখতেন না।

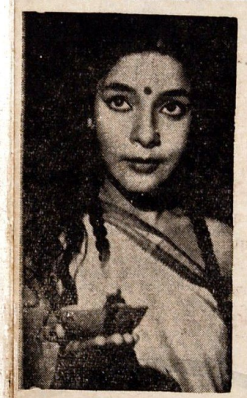

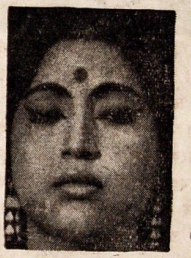

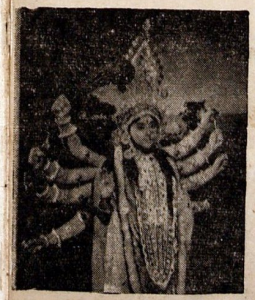

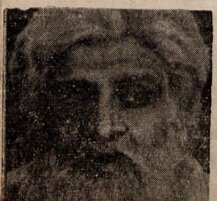

এমন সময় ঘটলো শত্রুআক্রমণ। সূত্রপাত হলো রাজার বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র। রাজা সংসার ত্যাগ করে বেরুলেন পথে—··

ধনপতি সমাধি বৈশ্যও স্ত্রী-পুত্রের গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে সংসার ত্যাগ করলেন। তাঁর অপরাধ রিক্ত নিঃস্ব মানুষদের ধনরত্নাদি দিয়ে সাহায্য করা।

একই পথের পথিক রাজা সুরথ ও ধনপতি। চলার পথে দুজনে মিলিত হলেন এক ঘন অন্ধকারময় বনের মধ্যে। দুজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আশ্রয়- সন্ধানে। এমন সময় আবির্ভাব ঘটলো এক অপরূপা কিশোরীর। সে তাঁদের পৌছে দিল মহামুনি মেধসের আশ্রমে।

মাতৃধ্যানমগ্ন মুনি ধ্যানভঙ্গে দেখলেন রাজা সুরথ এবং ধনপতিকে। অনুভব করলেন তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য, আজ্ঞা দিলেন মহাশক্তি বিশ্বজননী পরমারাধ্যা 'ত্রিনয়নী মা'র বন্দনা করতে।

রাজা ও ধনপতি প্রশ্ন করলেন মহামুনিকে, কে এই 'ত্রিনয়নী মা'। ভক্তি মিশ্রিত কৌতূহলে জানতে চাইলেন মা'র পরিচয়। মহামুনি রাজা ও ধনপতিকে দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করালেন মায়ের অপরূপ লীলা ও বিভিন্ন বৈচিত্রময় রূপ। প্রত্যক্ষ করালেন মহামায়ার প্রভাবে অনন্তশয্যায় শায়িত ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রা- ভঙ্গ, তাঁর কর্ণমূল থেকে উত্থিত মধু-কৈটভের বিনাশ ও তাদের মেদ দিয়ে মেদিনী-সৃষ্টি। প্রত্যক্ষ করালেন ব্রহ্মার বরে অজেয় মহিষাসুরের মহামায়ার হস্তে নিধন, ভীষণা-ভয়ংকরী লীলাময়ী 'ত্রিনয়নী'র রোষে রক্তবীজের বিনাশ আর মহাপশু চণ্ড-মুণ্ড, মদদর্পী শুম্ভ-নিশুম্ভাদি অসুরকুলের সংহার সাধন।

মহামুনি মহান মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন রাজা ও ধনপতিকে।

তারপর? রাজা ও ধনপতি পেয়েছিলেন কি মাতৃদর্শন, মাতৃ-করুণা? ফিরে পেলেন কি তাঁর হৃতরাজ্য? 'ত্রিনয়নী মা'র অলৌকিক শক্তিমহিমায় ভক্তিরসে ভরা দেবীদর্শনের মাহাত্ম্যই এই চিত্রের আখ্যানভাগ।

এ তো শুধু চিত্র-দর্শন নয়, মাতৃমাহাত্ম্যের অমৃত আস্বাদন।

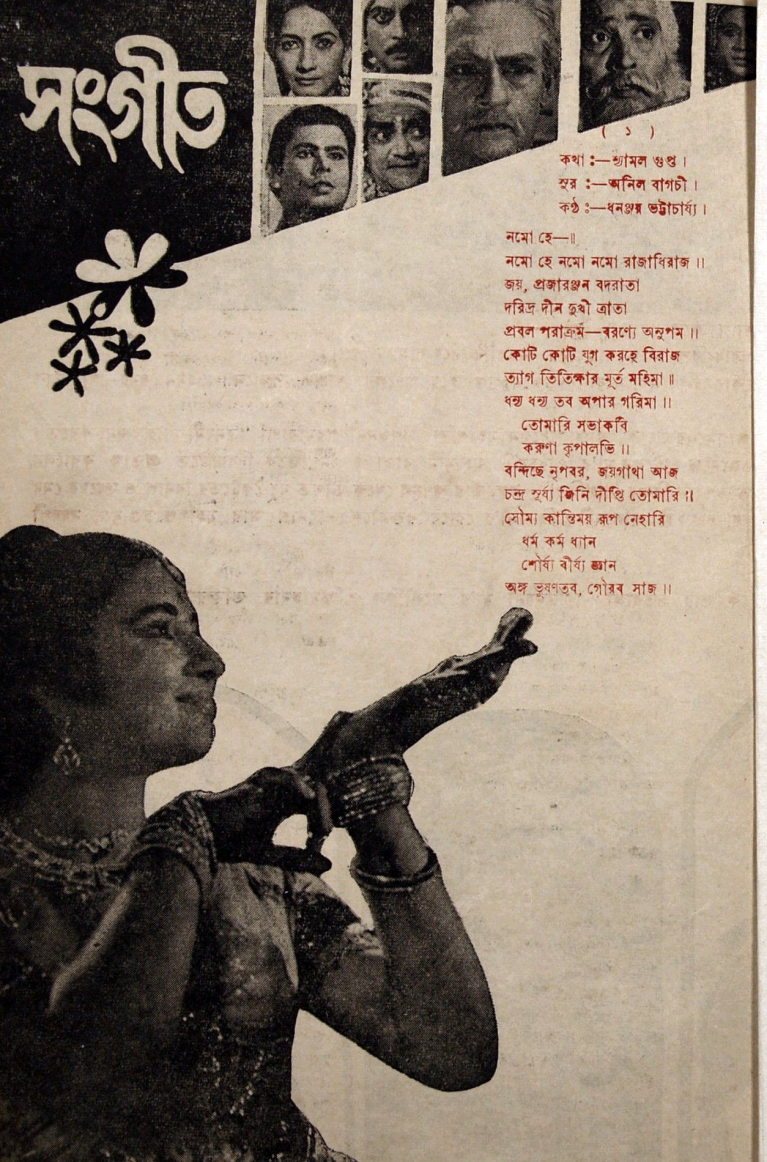

সংগীত

(১)

কথা :—শ্যামল গুপ্ত।
সুর :—অনিল বাগচী।
কণ্ঠ :—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

নমো হে—॥
নমো হে নমো নমো রাজাধিরাজ ॥
জয়, প্রজারঞ্জন বদরাতা
দরিদ্র দীন দুখী ত্রাতা
প্রবল পরাক্রম—বরণ্যে অনুপম ॥
কোটি কোটি যুগ করহে বিরাজ
ত্যাগ তিতিক্ষার মূর্ত মহিমা ॥
ধন্য ধন্য তব অপার গরিমা ॥
তোমারি সভাকবি
করুণা কৃপালভি ॥
বন্দিছে নৃপবর, জয়গাথা আজ
চন্দ্র সূর্য্য জিনি দীপ্তি তোমারি ॥
সৌম্য কান্তিময় রূপ নেহারি
ধর্ম কর্ম ধ্যান
শৌর্য্য বীর্য্য জ্ঞান
অঙ্গ ভূষণতব, গৌরব সাজ ॥

(২)

কথা :—শ্যামল গুপ্ত। সুর :—অনিল বাগচী।
কণ্ঠ :—মানবেন্দ্র মুখার্জী।

ওরে ও বিবাগী মন
ঘর ছেড়ে যাস কোনখানে
কোন রতনের সন্ধানে—।
যাকে তুই পথ ভেবেছিস্
সে যে গোলকধাঁধা
(মন) মহামায়ার খুঁটিতে ভাই
আছিস্ যে তুই বাঁধা
পালাবার নেইকো উপায় ॥
যে জানে সেই জানে ॥
এই দুদিনের ভবের হাটে
চলছে বেচাকেনা ॥
কী চেয়েছিস—কী পেয়েছিস্
এবার ভেবে নেনা
বিচার করে নেনা
কী যে আসল কী যে নকল
যে জানে সেই জানে ॥

(৩)

কথা :—শ্যামল গুপ্ত। সুর :—অনিল বাগচী।
কণ্ঠ :—সন্ধ্যা মুখার্জী।

না—না—না—
ক্রন্দসী যৌবন কেঁদনা।
কণ্ঠে তো সুর আছে
ছন্দে নূপুর নাচে ॥
বসন্ত দূতী বলে যাক্‌না ॥
বন্দিনী যৌবন কেঁদোনা
উৎসব রাতি চলে যাক্ না—
অঙ্গে অঙ্গে নাচে
দোলায়ে তরঙ্গ
রঙ্গে রঙ্গে দেবে ভোলায়ে অনঙ্গ ॥
পুষ্প ধনুর বানে
বহ্নি রূপের টানে ॥
পতঙ্গ মোহে জ্বলে যাক্ না—
না—না—না—

(৪)

কথা :—শ্যামল গুপ্ত। সুর :—অনিল বাগচী।
কণ্ঠ :—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

মন ভ্রময়া-রে
হরিগুণ গুঞ্জন গান করো ॥
হরি চরণ কমল মধু পান করো ॥
হরি, পূর্ণ চন্দ্র আমি মাধবী নিশা
হরি মেঘ বারি আমি চাতক তৃষা ॥
হরিপদ পঙ্কজে
আপনা আপনি মজে ॥
দেহমন প্রাণ তারে দান করো ॥
বলো, নমো নারায়ণ,
নমো নারায়ণ
ভক্তপ্রাণধন অভয় শরণ হে ॥
হে দীনবন্ধু
করুণা সিন্ধু ॥
আমার আমিরে প্রভু ত্রাণ করো ॥

(৫)

কথা :—শ্যামল গুপ্ত। সুর :—অনিল বাগচী।
কণ্ঠ :—অলোক বাগচী ও অন্যান্য।

জয় দুর্গে অম্বিকে শরণ্যে
জগৎ অম্বিকে
দুঃখ দৈন্য বিঘ্ন বিপদ তারিণী চণ্ডিকে ॥
নমো শাস্ত্রপাণি—অসুর দলনী
ত্রিগুণাতীতা—ত্রিনয়নী
নমো সর্বোদেবেত্তোজোদ্ভূতা
নিখিল জগত্তারিনী
নমো মহিষাসুর মর্দ্দিনী ॥
দেবী তোমার অমিতশক্তি
বর্ণিতে নারে ত্রিমূর্ত্তি ॥
বিশ্বপালিকে বিশ্ববন্দ্যা
নমো বিশ্ববিধাত্রী ॥
তব অচিন্ত্য রূপরাশি
স্বর্গেমর্তে ওঠে বিকাশি
পরমা প্রকৃতি মুক্তি কারণ-ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিনী ॥
হও প্রসন্না দেবী দুর্গে-দুর্গতি বিনাশিনী ॥

(৬)

কথা :—শ্যামল গুপ্ত। সুর :—অনিল বাগচী।
কণ্ঠ :—মান্না দে।

ত্রিনয়নী মা ॥।
মোহে আঁখি করি বন্ধ।
ভ্রমে হ'য়ে আছি অন্ধ।
ঘুচে যেন সব দ্বন্দ
ত্রিনয়নী মা।
ক্ষমো মোরে ক্ষেমঙ্করী
সঙ্কটে সঙ্কট হরি।
মোক্ষরূপা হে শঙ্করী
ত্রিনয়নী-মা।
ব্রহ্মরূপা ব্রহ্মময়ী
ব্রহ্মসনাতনী মা
সাবিত্রী গায়ত্রী গীতা
গণেশ জননী—মা।
তব পাদ পদ্ম চিত্ত
সঙ্কটে বিপদে নিত্য।
স্মরে যেন ভক্ত চিত্ত
ত্রিনয়নী মা—।

পরবর্তী আকর্ষণ !

হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত

রূপঋষি চিত্রমের নিবেদন

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের

সুদূর নীহারিকা

জনপ্রিয়

শিল্পী

সমন্বয়ে

নির্মীয়মান।

এ্যালায়েড ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত। অলংকরণ : এস, স্কোয়ার ॥

● পরিকল্পনা * গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন ●